স্যাণ্ডেল পায়ে মসজিদে উঠতে নিষেধ করায় মুয়াজ্জিনকে মারধর

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামে স্যান্ডেল পায়ে মসজিদে উঠতে নিষেধ করায় বাকবিতণ্ডার এক পর্যায় মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

এতে মসজিদের মুয়াজ্জিনসহ ৪ জনকে পিটিয়ে জখম করা হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নেহালপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রাম জামে মসজিদে রবিবার দুপুর আড়াইটার দিকে গ্রামের জুলহাসের ছেলে জুয়েল রানা (২২) স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে মসজিদের ওযুখানা হয়ে বাতরুমে যাচ্ছিলো।

এসময় খোরশেদের ছেলে মসজিদের মুয়াজ্জিন রবিউল ইসলাম স্যাণ্ডে পায় দিয়ে উঠতে নিষেধ করেন। এনিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে জুয়েল তার চাচাত ভাই মন্টুর ছেলে রকিবুল মুয়াজ্জিনকে মারপিট করে রক্তাক্ত জখম করে।

এসময় মুয়াজ্জিমের পিতা খোরশেদ, মা রোকেয়া খাতুন, ভাই রহমান ও বোন ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী হাফিজা খুতুন ঠেকাতে আসলে তাদেরকেও মারপিট করে।

এঘটনায় মুয়াজ্জিমের ভাই বাদি হয়ে দর্শনা থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

কুষ্টিয়ায় ব্যবসায়ী হত্যার

১১দিন পর ছাত্রলীগ নেতাসহ ৬জনের বিরুদ্ধে মামলা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন বিশ্বাসকে (৪৯) হত্যার ১১ দিন পর আদালতের নির্দেশে মামলা নিয়েছে পুলিশ। রবিবার কুমারখালী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদকসহ ছয়জনের নাম উল্লেখ করে কুমারখালী থানায় এই মামলা রুজু করা হয়।

মামলার আসামিরা হলেন কুমারখালী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. রাসেল হোসেন, মো. আফজাল হোসেন, মো. মুক্তার হোসেন, মো. হাবিবুর রহমান, মো. আলম কাজী ও হাবিবুর রহমান হান্নান।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ জুলাই কুমারখালীর শিলাইদহ ইউনিয়নের নাউথী গ্রামের ব্যবসায়ী ও চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নাসির উদ্দিন রাত ৯টার দিকে শিলাইদহ থেকে কুষ্টিয়ায় যাওয়ার পথে সৈয়দ মাসুদ রুমি সেতুর ওপর পৌঁছালে আগে থেকে ওত পেতে থাকা আসামিরা তাঁকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ফেলে রেখে যায়।

পরে পথচারীর মোবাইল ফোন পেয়ে নাসিরের পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নাসিরকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি জানান মামলায় উল্লেখিত ব্যক্তিরা হত্যার উদ্দেশে তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে।

নিহত ব্যবসায়ীর ভাই ও মামলার বাদী মো. বশির উদ্দিন জানান, গত ১৫ জুলাই কুমারখালী থানায় আসামিদের নাম উল্লেখ করে এজাহার জমা দিলে থানা মামলা না নিয়ে ফেরত দেয়। পরদিন ১৮ জুলাই আদালতে মামলা করেন তাঁরা। আদালতের নির্দেশে গতকাল হত্যা মামলা রুজু করে কুমারখালী থানা পুলিশ।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, আদালতের নির্দেশে মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় লকডাউন বাস্তবায়নে ৩য় দিনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা! অর্থদন্ড

দামুড়হুদায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৮ টি মামলায় ১০ জনের অর্থদন্ড প্রদান করেছেন মেবাইল কোর্টের বিচারক সুদীপ্ত কুমার সিংহ।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর নেতৃত্বে পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবি ও আনসার সদস্য’র সমন্বয়ে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে দেশব্যাপী লকডাউন বাস্তবায়নে তদারকি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

মেবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

মেবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে দেখা গেছে, বিয়ের উৎসব শেষ করে মাইক্রোবাসে জীবননগর এর আন্দুলবাড়িয়া থেকে দামুড়হুদার গোপালপুর গ্রামে যাচ্ছেন। আবার অনেকেই পরিবার নিয়ে ঘুরছেন। অনেকেই বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে, অনেকেই আবার মুুখে

মাস্ক নেই ইত্যাদি সহ বিভিন্ন অপরাধে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৬৯ ও সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৬৬ ধারায় ৮ টি মামলায় ১০ জনকে ৯ হাজার টাকার অর্থদন্ড প্রদান করেন।

গাংনীতে লকডাউন বিধি লঙ্ঘন

করায় দুজনকে জরিমানা

তৃতীয় দফার কঠোর লকডাউনের তৃতীয় দিনেও জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মানাতে ও ঘরে রাখতে সচেষ্ট রয়েছেন গাংনী উপজেলা প্রশাসন। লকডাউন কার্যকর করতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

রবিবার গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলমের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার বামুন্দি বাজার ও গাংনী পৌরসভা এলাকায় কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।

এসময় বামুন্দি বাজারে স্বাস্থ্যবিধি ভংগের দায়ে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারা অনুসারে ২ জন ব্যাক্তিকে ২ টি মামলায় মোট ২৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বামুন্দি পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যবৃন্দ। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান অভিযান পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযানে ৭ জুয়াড়ি আটক

জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে ৭ জুয়াড়িকে আটক করেছে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি দল। জানা গেছে রবিবার বিকালের দিকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর শাহ আলমের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের ভিটাপাড়ার জামালের ইপিল ইপিল বাগানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এসময় জুয়াড়ীদের নিকট থেকে প্রায় ১৮ হাজার টাকাসহ জুয়া খেলার সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়।

জুয়া খেলা অবস্থায় চৌগাছা বাগান পাড়া গ্রামের নেক মোহাম্মদের ছেলে ফারুক (৩৫), চৌগাছা মসজিদ পাড়া গ্রামের আব্দুল মান্নাফ এর ছেলে গোলাম কিবরিয়া(৫০), চৌগাছা পশ্চিম পাড়া গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে তহিদুল ইসলাম(৪৫), চৌগাছা মোল্লা পাড়া গ্রামের

বাবুল আলীর ছেলে নজরুল ইসলাম(৩৫), গাংনী ভিটা পাড়া গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মোতালেব হোসেন(৩৫), মুজিবুর রহমানের ছেলে আলিউল ইসলাম(৩০), চৌগাছা পূর্ব পাড়া গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে আনিসুর রহমান(৫২)কে গ্রেপ্তার করেন।

এ সময় তাদের নিকট থেকে নগদ ১৭ হাজার ৯শ টাকা এবং জুয়া খেলার সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। অভিযানে অন্যদের মধ্যে ডিবির এসআই মুক্ত রায় চৌধুরী (পিপিএম), অজয় কুমার কুন্ডু, এসআই বিশ্বজিৎ, এএসআই হেলাল, মাহাতাব উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

জীবননগরে আম বাগান থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

জীবননগর উপজেলার ৪নং সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামের একটি মাঠ থেকে দিনমজুর মিরাজ হোসেন (২০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

রোববার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় জীবননগর থানা পুলিশ কয়া গ্রামের পার্শবর্তী বেলে মাঠের চতুর মিয়ার আম বাগান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

নিহত মিরাজ হোসেন কয়া গ্রামের উত্তর পাড়ার মোশাররফ হোসেনের ছেলে। মিরাজ পেশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতো।
নিহত মিরাজের পিতা মোশাররফ হোসেন জানান,পারিবারিক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’দিন আগে ছেলে মিরাজের সাথে মনোমালিন্য হয়। এরই জের ধরে গত শনিবার বিকেল থেকে মিরাজ আর বাড়িতে ফেরেনি।

রবিবার সকালে গ্রামের কৃষকরা গ্রামের পার্শবর্তী বেলে মাঠে কাজ করতে গিয়ে আম বাগানের একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় মিরাজের মরদেহ দেখতে পায়। এর পর তারা বিষয়টি জীবননগর থানা পুলিশকে খবর দিলে বেলা সাড়ে ১২ টার সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মিরাজের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,রবিবার দুপুরে সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামের একটি আম বাগান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় মিরাজ হোসেন নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেয়া হয়েছে।
ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় নিষিদ্ধ টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে নিষিদ্ধ টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ফার্মেসী মালিক শেখ আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় টার দিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা চুয়াডাঙ্গা শহরে রেলবাজারে তার ফার্মেসীতে অভিযান চালিয়ে ৩শ’ ৫৭ পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ তাকে গ্রেফতার করে।গ্রেফতারকৃত শেখ আনোয়ার হোসেন (৪৮) চুয়াডাঙ্গা বড় মসজিদ পাড়ার মৃত আলতাফ হোসেন শেখের ছেলে। গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, রোববার সন্ধা সাড়ে ৬টার দিকে গোপণ সংবাদের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. শরিয়তউল্লাহ, পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ সঙ্গীয় ফোর্স রেলবাজারে ওষুধ ফার্মেসী হোসেন মেডিকোয় অভিযান চালায়। এসময় ফার্মেসী মালিক শেখ আনোয়ার হোসেন পালানোর চেষ্টা করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আনোয়ার হোসেনের শিকারোক্তিতে তার ফার্মেসীতে অভিযান চালিয়ে ৩শ ৫৭ পিচ নিষিদ্ধ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আনোয়ার হোসেনকে ১৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। সাজাপ্রাপ্তকে জেলহাজতে

পাঠানো হয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. শরিয়তউল্লাহ বলেন, গোপণ সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি শেখ আনোয়ার হোসেন তার ফার্মেসী হোসেন মেডিকোয় ওষুধের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে নিষিদ্ধ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি করে আসছে। সেখানে অভিযান চালিয়ে ৩শ’ ৫৭ পিচ নিষিদ্ধ টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতারের পর ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড ও জরিমানাসহ তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৩৫৩ পিস ট্যাপেন্টা ও নগত অর্থসহ ৩ মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গায় ৩৫৩ পিস ট্যাপেনডা ডল ও নগত ৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা সহ ৩ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার সকাল ৬ টার দিকে পৌর এলাকার কলেজপাড়া থেকে তাদের আটক করে।

আটকৃত ব্যক্তিরা কলেজপাড়া এলাকার শ্যামল কুমার সাহার ছেলে সুবেন্দ্র কুমার সাহা (২৫), তার মা মঞ্জু রাণী সাহা (৫১), সানোয়ার হোসেন মোল্লার ছেলে মোখলেছুর রহমান মিলন (৪৪)।

এজাহার সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কলেজপাড়ার সুবেন্দ্র কুমার সাহা সহ তার পরিবার ইতালি প্রবাসী জামিরুল ইসলামের বাড়িতে ভাড়ায় বসবাস করে। কলেজপাড়ার বাসাটি আবাসিক হওয়ায় গোপনে বাড়িতে ট্যাপেনডা ডল নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে আসছে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার ওসি আলমঙ্গীর কবিরের নির্দেশে এসআই সঞ্জিত কুমার, এসআই আলমঙ্গীর হোসেন, এসআই মহিউদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স কলেজপাড়ায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সুবেন্দ্র কুমার সাহার বাড়ি থেকে মোখলেছুর রহমান মিলনকে আটক করে।

তার শরীর তল্লাশি করে ৫৩ পিস ট্যাপেনডা ডল ও ২ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে। তার স্বীকারোক্তিতে সুবেন্দ্র কুমার সাহার বাড়িতে তল্লাশি করে পুলিশ। বাড়ি থেকে ৩ শ পিস ট্যাপেনডা ডল ও মাদক বিক্রয়ের ৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। শনিবার সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করে।

মেহেরপুরে ভুয়া ডিবি পুলিশ আটক

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের পরিচয় দিয়ে দোকান মালিকের কাছ থেকে টাকা আদায় করার সময় জুবায়ের হোসেন নামের এক যুবককে আটক করেছে থানা পুলিশ।

শনিবার সন্ধ্যার দিকে শহরের বেড়পাড়া এলাকা থেকে জুবায়েরকে আটক করা হয়। আটক জুবায়ের কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ভাদালিয়া গ্রামের শাহজাহান আলীর ছেলে। বর্তমানে সে মেহেরপুর শহরের পুলিশ লাইন পাড়ায় বসবাস করছে।

জানা গেছে, লকডাউন চলাকালীন দোকান খুলে রাখায় ভয় দেখিয়ে জুবায়ের হোসেন মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার সুজন নামের এক মুদি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে একদিন নগদ অর্থ এবং আর একদিন সিগারেট আদায় করে।

শনিবার সন্ধ্যায় আবারও সে ওই দোকান মালিকের কাছে গিয়ে লকডাউনের মধ্যে দোকান খোলায় তাকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে এবং সিগারেট নেয় । এসময় দোকান মালিক সুজনের জুবাইয়েরকে সন্দেহ হলে তাকে আটকে রেখে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশকে খবর দেয়। পরে মেহেরপুর সদর থানার এসআই রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তাকে থানায় নিয়ে আসে।

দামুড়হুদায় লকডাউন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা আদায়

দামুড়হুদায় ১৪ দিনের কঠোর লকডাউনে দ্বিতীয় দিনে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান এর নির্দেশনায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

শনিবার বিজিবি ও দর্শনা থানার পুলিশসহ দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাঘাডাঙ্গা- কুড়ালগাছী-প্রতাপপুর-রুদ্রনগর-সদাবরী- পারকেষ্টপুর-মদনা-দর্শনা-হাউলী রেলগেট- লোকনাথপুর- জয়রামপুর হয়ে দামুড়হুদা পর্যন্ত লকডাউন বাস্তবায়ন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। এসময় বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বেড় হওয়া, চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া, বিনা প্রয়োজনে মুজিবনগর থেকে বেড়াতে আসা,বিনা মাস্কে ঘুরে বেড়ানো, বিজিবি থামতে বলার পর ও মোটরসাইকেল নিয়ে চলে যাওয়া সহ বিভিন্ন অপরাধে ১৯ জনকে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৬৯,সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৬৬ ধারায় ১২,১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর তিন রাস্তার মোড়ে গাজা সেবন করায় একজনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারানুসারে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।ও ৬ জনকে ৪ ঘন্টা আটকাদেশ দেওয়া হয়। ১৬ জনকে পিতামাতার জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

এসময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল, সাধারণত এসময় করোনার বিষয়ে আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে হবে, মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।

বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়নে প্রশাসন কে সহযোগিতা করুন।